দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

00 079

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। অথচ পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতার পর ষোল বছরেও আমরা সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারিনি। উন্নত দেশে যেখানে ৯৯ জন লোকই শিক্ষিত অথচ আমাদের দেশে মাত্র ২৩ ভাগ শিক্ষিত। উন্নত দেশের জনসাধারণ সমাজিকভাবে সচেতন থাকার কারণেই তারা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী নিরক্ষর থাকার কারণে তারা জাতীয় উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে আজো আমরা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে পারিনি। আর সে জন্যেই বিদ্যালয় গমনের উপযুক্ত ১ কোটি ৫২ লাখ শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় মাত্র ৯০ লাখ শিশু। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্য থাকার কারণেই আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পদে পদে বাধাগ্রস্ত [illegible]। বৈষম্য আছে যেমন বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজী মাধ্যমে তদ্রূপ আছে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ফলশ্রুতিতে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য হয়ে উঠছে প্রকট থেকে প্রকটতর। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে অবৈতনিক শিক্ষা পদ্ধতি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোতে থাকলেও সেখানকার পাঠ্যদান পদ্ধতি উন্নত নয়। অনেক সময় দেখা যায় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। অনেক স্কুলে চেয়ার থাকলে বেঞ্চ থাকে না। কিন্তু বেসরকারী টিউটরিয়াল হোমে বেতন বেশী হলেও সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি যথার্থ যত্ন নেয়া হয়। তাই অভিভাবকরা সেখানেই তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ভর্তি করতে উৎসুক থাকেন। পাঠ্যদান পদ্ধতি বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন ধরনের থাকায় সারা দেশে স্কুলগুলোতে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দিন দিন প্রকট হচ্ছে। শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। সরকার স্কুল বা কলেজের শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পেয়ে থাকেন অথচ বেসরকারী স্কুল বা কলেজের শিক্ষকরা যথারীতি শিক্ষাদান করেও নিয়মিত বেতন পান না।

আমাদের দেশে বেসরকারী চাকরির চেয়ে সরকারী চাকরিকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। সরকারী চাকরিতে একটা নিরাপত্তা থাকে অথচ বেসরকারী চাকরিতে সেটা নেই। অথচ উন্নত দেশে অবস্থা অন্যরকম। সেখানে সরকারী চাকরির চেয়ে বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সবার আগ্রহ থাকে। বাংলাদেশে সরকারী স্কুল বা কলেজে পরিচালনা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি থাকে অথচ বেসরকারী স্কুল বা কলেজে সেটা না থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে। একই সমাজের একই পরিবেশে শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি নীতি প্রচালিত।

সরকার ও বেসরকারী ক্ষেত্রে এ বৈষম্য হ্রাসে নীতি প্রণয়ন জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একটি বিষয়ে অবশ্যই আমাদের [illegible]বে দেখা দরকার। সেটা হলো বাংলা মাধ্যম ও
ইংরেজী মাধ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠা
কোন কে
ইংরেজীতে প
ইংরেজী মাধ
করছে তারা
বলে নিজে
চলাফেরারও
ভাবধারা প
আমাদের স
আরো বাড়ি
জাতির জন্য
একটি স্বাধীন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠ
প্রণয়ন করা
শিক্ষা প্রতি
সমাজের বৈ
হবে না।
শিক্ষানীতিকে
মধ্যে এনে স
বিষয় ভিত্তিব
দরকার তা
সংঘাত আ
বৈষম্যহীন
দরকার।

জন্যই জ্বাল
এতটুকু প
তাকিয়ে বল
ঃ খুব বুঝে
এসিডের ডি
রিয়াদ বলে।
উঠলেন—
ঃ একজা
একবার চিন্তা
দেশে কত স
আমরা অনা
পারি। বিনা
ফরমিক এ
কত বিরাট
ঃ তাই তো
ঃ তাছাড়া
ব্যবহার বে
লিখেছে, 'ফ
রঞ্জন শিল্পে
হয়। এটা
করে।
এন্টিসেপটিক
এর ব্যবহার
দেখ-আমাদে
চাষ হচ্ছে
পাহাড়ে।
সংরক্ষণের
নষ্ট হচ্ছে।
থেকেও এর
যদি কৃত্রিম উ
চারদিকে ধন্য
ঃ আর তাছা